# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

## বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

### পাট শিল্পের অবদান – স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ

# জাতীয় পাট দিবস ২০২৩

**০৬ মার্চ ২০২৩**

**বিশেষ ক্রোড়পত্র**

**সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়**

## বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি, এ উদ্যোগ পাটখাতের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে।

সোনালি আঁশ খ্যাত পাটের সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে মানানসই পাট ও পাটজাত পণ্য দেশে-বিদেশে পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। বিশ্ববাসী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পলিথিন ও প্লাস্টিকের বিকল্প প্রাকৃতিক তন্তু পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উত্তরোত্তর ভূমিকা রাখতে পারে।

আধুনিকায়ন ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পাটের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট ও পাটশিল্পের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বিশ্ববাসী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে পাটশিল্পকে 'বর্ষপণ্য ২০২৩' এবং পাটকে 'কৃষিপণ্য' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে পাটশিল্পের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি পাট চাষসহ পাটখাতের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যাবাধ্যমূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' এবং 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যাবাধ্যমূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩', 'পাট আইন, ২০১৭', 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। পাটশিল্পের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত "স্মার্ট বাংলাদেশ" গড়া সম্ভব। এখানের জাতীয় পাট দিবসের প্রতিপাদ্য 'পাট শিল্পের অবদান-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি। পাটশিল্প বিশ্বাসকে লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে এবং দেশের বাইরে এসব পণ্যের বাজারজাতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সম্ভিব ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথ পরিক্রমায় পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে এবং পাটশিল্পের উন্নয়নে সকল সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের সম্বিধ আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' উদযাপনে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

## বাণী

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

'পাট শিল্পের অবদান-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ৬ মার্চ 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' উদযাপনের অংশ হিসেবে ফ্রোড়পত্র ও সুভেনির প্রকাশের উদ্যোগে আমি আনন্দিত। এবারের পাট দিবসের আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সমন্ধ বিশ্বে মর্যাদার সাথে তুলে ধরবে বলে আমার বিশ্বাস।

সোনালি আঁশ পাটের ইতিহাস, বাঙালির ইতিহাস-একথা বলতে অত্যুক্তি হয় না। পাট বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গনে আপন উজ্জ্বলায় ভাস্বর। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পাটখাতকে সুদৃঢ় ও গতিশীল করার উদ্যোগ নেন। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাবেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক পাটখাতকে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এখাত অসামান্য অবদান রাখছে।

পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বিশ্ববাসী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে সরকার পাটশিল্পকে 'বর্ষপণ্য ২০২৩' এবং পাটকে 'কৃষিপণ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। বর্তমান সরকার পাটশিল্পের গৌরব বৃদ্ধিকল্পে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করায় ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিবছর পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাটখাতকে সুসংহত করার লক্ষ্যে 'পাট আইন, ২০১৭' ও 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮', 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। পাট চাষিদের বীজ সরবরাহসহ অন্যান্য উপকরণ সহায়তার ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতপক্ষে পাটকলসমূহ দিবারাত্রিভিত্তিতে পাট সংগ্রহ করতে পারছে বা রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে-কৃষকরাও পাটের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন।

কালের পরিক্রমায় কৃষিজ তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধি পেলেও বর্তমান টেকসই উন্নয়নের যুগে বিশ্ববাসী পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটপণ্যের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে। সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন, ব্যবহার সম্প্রসারণে গুরুত্বারোপ করেছে। ইতোমধ্যে এ খাতের উপযোগপণ্য বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিনন্দন পাটপণ্য উৎপাদন করেছেন-যার অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। বহুমুখী পাটজাতপণ্যকে জনপ্রিয় করতে প্রায় প্রায়শঃসময় বিদেশে বিভিন্ন মেলার আয়োজন করার কথা চলমান রয়েছে। দেশের রপ্তানি বহিমুখীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পাটজাত পণ্য রপ্তানিতে সরকার নগদ সহায়তা প্রদান করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমসম্প্রসারমান পাট ও পাটজাত পণ্য দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন, নারীর অগ্রগতন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমি 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' পালনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং দিবসটির সফলতা কামনা করি। এ উদ্যাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পৌষ নরহরি গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি

## বাণী

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'পাট শিল্পের অবদান-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে প্রতিবছরের ন্যায় ৬ মার্চ ২০২৩ জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে। বর্তমান বৈশ্বিকমন্দা সত্ত্বেও পাট চাষিদের ও পাটখাতের গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ পাটকে 'বর্ষপণ্য ২০২৩' ঘোষণা করায় এবারের পাট দিবসে ভিন্ন মাত্রা যোগ হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে উঠা বাঙালি জাতির অধিকার আদোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে উদ্যোগ উদীপনার গৌরবময় ইতিহাসের অংশ পাট। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদ নির্দেশনায় পাটখাতের পুনর্জাগরণ ও আধুনিকায়নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বর্তমান সরকার পাটখাতের উন্নয়নে সমন্বয়াপেক্ষী নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাটের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি, পাটমূল্য সংযোজন এবং পাটশিল্পের বিকাশ, পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'পাট আইন, ২০১৭', 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮', 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০, 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩' এবং 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' কার্যকর করা হয়েছে।

পাটখাতের অধিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক পাটসচিবদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উদ্যুদকরণ, উদ্যুদভিত্তিক পাটবীজসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ, দৃষ্টিনন্দন ও বৈশ্বিক গুণসম্পন্ন নতুন নতুন ডিজাইনের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন এবং বিশ্ববাজারে ব্যাপক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাটখাতের সামগ্রিক ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত বিভিন্ন লক্ষ্য/সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করছে।

আমার বিশ্বাস, জাতীয় পাট দিবস ২০২৩ উদযাপনের মাধ্যমে পাট খাত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাজের গতিশীলতা আরও বৃদ্ধি পাবে। পাটখাত দেশের আর্থসামাজিক অগ্রগতিকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

মোঃ আবুদ রউফ

## স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ঐতিহ্যময় সোনালি আঁশ

ড. সেলিনা আক্তার
অধ্যাপক, পাট অর্থনীতি

পাট বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বাধীনতার পূর্ব হতেই পাট ছিল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান খাত, যা বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও দীর্ঘদিন বজায় ছিল। পরবর্তী সময়ে অশির দশকে বিশ্বব্যাপী প্লাস্টিক ও পলিথিনের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে এ ধারার কিছুটা ছেদ পড়লেও সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয় রোধে প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পরিবেশ বান্ধব সোনালি ব্যাগ, পাটঘাত হতে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয়, জুট জিও টেক্সটাইল বহুমুখী পাটপণ্য ইত্যাদি উদ্ভাবনের ফলে দেশে-বিদেশে পাটের ব্যাপক চাহিদার সৃষ্টি হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী পাটের এ চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশের উৎপাদিত পাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অকৃত্রিম জাতোবাসা আর সময়োপযোগী ইতিহাস পরিক্ষেপের কারণে পাটখাত আজ দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রার এক অন্যতম অনুষঙ্গ। ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৬ মার্চকে জাতীয় পাট দিবস ঘোষণা করেন। এ প্রেক্ষাপটেই 'পাট শিল্পের অবদান, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' – প্রতিপাদ্যে ৬ মার্চ ২০২৩ জাতীয় পাট দিবস উদযাপিত হচ্ছে। নতুন প্রজন্মকে পাটের সোনালি ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অবহিতকরণ, পাট ও পাটনীতি এবং বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং পাটপণ্য ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পাটের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণে এ দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম।

উৎকৃষ্ট মাটি ও উপযুক্ত আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশে বিশ্বের সেরা মানের পাট উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট এবং পাট শিল্পের সাথে জড়িত। বিশ্ব বাজারের চাহিদার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কাঁচাপাট এবং শতকরা প্রায় ৪০-৫০ ভাগ পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ পাট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। শিল্পখাত পরিশিল্প এখনো বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। পাট একটি পরিবেশবান্ধব ফসল এবং পরিবেশ বক্ষায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পাট উচ্চমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে মিন-হাউজ গ্যাসের অতিকর প্রভাব থেকে পরিবেশকে রক্ষা করে। পলিথিন বা সিনথেটিক পণ্যের পরিবর্তে শতকাগ পাটপণ্য ব্যবহারে পরিবেশ দূষণ বহুলাংশে কমছে। এ ছাড়াও পাটঘেরে পাট গাছের শিকড় ও কচুে পড়া পাতা পচে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিসহ কীটনাশক ও অন্যান্য ফসলের রোগ সৃষ্টিতে বাধা প্রদান করে। ফলে পাট চাষ পরবর্তী ফসলে চাষি তুলনামূলকভাবে বেশি লাভবান হয়। অর্থকরী ফসল হিসেবে পাটখাত জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

মানসম্মত পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি, পাটের ঐতিহ্য ও গুণগতমানের অক্ষীকারকে সমুন্নত রাখা এবং পাটনীতির উৎপাদনে স্বচ্ছতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকার পাট অধিদপ্তরের আওতায় 'উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৮ হতে মার্চ ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি দেশের ৪৫টি জেলার ২২৭টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত ৬.২৫ লক্ষ পাট চাষিকে প্রতিবছর বিনামূল্যে বীজ, সার, বালাইনাশকসহ কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া পাটঘেরের উন্নত কলাকৌশল সম্পর্কে পাট চাষিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গুণগত মানসম্মত পাট ও পাটবীজ উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

পরিবেশ দূষণ রোধ ও পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" ও এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার আওতায় ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার, চিনি, মরিচ, হলুদ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ডাল, ধনিয়া, আলু, আটা, ময়দা, ভুষ-বুদ-কুড়া, পোল্ট্রি ও ফিসফিড মোড়কীকরণে পাটের ব্যাগ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ আইনের বিধান অমান্যকারীর শাস্তি অনধিক এক বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড। আইনটি বাস্তবায়নের ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যাগের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পলিথিনসহ বিভিন্ন সিনথেটিক ব্যাগ ব্যবহারের মাত্রা হ্রাস পেয়ে পরিবেশের মারাত্মক দূষণ প্রশমিত হচ্ছে। এ আইনের সফলভাবে বাস্তবায়নে ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, মিডিও ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সুশীলসমাজ ও অন্যান্যদিনিধিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

বাণিজ্যিকভাবে পাট খড়ি ব্যবহার করে চারকোল উৎপাদন করা হচ্ছে। পাট অঁশের পাশাপাশি চাষিরা সম্প্রতি পাটখড়ি বিক্রি করেও লাভবান হচ্ছেন। পানীয়ের ব্যবহারযোগ্য পাট পাতা বিক্রি করেও অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বছরে প্রায় ৩০ লাখ টন পাটখড়ি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বন উজাড়ের হ্রমকি হ্রাস পাচ্ছে। পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাট পলিমার বা সোনালি ব্যাগ উৎপাদিত হচ্ছে। কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বপরিস্থিতিতে অর্থনীতিতে অধিক মূল্য সংযোজনের অন্যতম খাত পাটখাতের ওপর জোর দেওয়া অতি জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ সর্বোচ্চ পাট রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বোচ্চ পাটখাত হতে ১১২৭.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে। জুলাই ২০২২-২০ অর্থবছরে এ খাতে ১২৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা গত অর্থবছরের তুলনায় ১৩.৫৭% বেশি।

অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন, বনকাঠামো নির্মাণ এবং বহুমুখী ফসল উৎপাদনসহ মানবিক কারণে পাট চাষের উপযোগী উর্বর জমি এবং পাট পঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় জলাশয় ক্রমশঃহ্রাস পাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমির কারণে পাটের উৎপাদনে পরিমাণগত গুণগত ঐতিহ্যের ধারা বজায় রাখা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। তাদের বীজের ওপর যে কোনো ফসলের মান বা ফলন ইত্যাদি নির্ভর করে। উপযুক্ত জমি এবং মানসম্মত পাট বীজের ঘাটতি পাট উৎপাদনে একটি অন্যতম বড়ো বাধা। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট উন্নত পাটের জাত আবিষ্কার করেদেশে মোট চাহিদার প্রায় ৬৫ ভাগ পাটবীজ পাশ্ববর্তী দেশ হতে আমদানি করতে হয়। ফলে সময়মত মানসম্মত বীজের অভাবে অনেক সময় পাট উৎপাদন হ্রাসের মুখে পড়ে। টেকসই পাট খাত তৈরির লক্ষ্যে পাটবীজ উৎপাদনে পাটচাষিদের সম্পৃক্তকরা অর্জন এবং চাষিদের উৎপাদিত পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান নিশ্চিত করাও জরুরি।

পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) এর আওতায় বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোক্তাগণ এ পর্যন্ত ২৮২ ধরনের অধিক পাটপণ্য উদ্ভাবন করে বিপণন করছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজার লাভজনক পর্যায়ে টিকে থাকার জন্য এসব পণ্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও গুণগত মানসম্পন্ন করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রয়োজন উচ্চ গবেষণা ও সচ্ছিতিসের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান। বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান করা। অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটের ব্যাগ/কাঁথা ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" বাস্তবায়ন করা।

পাট খাতে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বাড়ানো দরকার। পাট একটি মরমন ফসল যার উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবহারের পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। পাটজাত পণ্যের মান উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পাটকলগুলো পর্যায়ক্রমে আধুনিকায়ন, উন্নত যন্ত্রপাতি সংযোজন ও মান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে ও বিদেশে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে আরও নতুন নতুন পাটকল স্থাপিত হচ্ছে। নতুন নতুন পাটকল স্থাপনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে এবং এক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রস্তুত করছে। পাটের বহুমুখীকরণ ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ কার্যক্রমের ফলে পাট শিল্পের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বাণিজ্যিক সম্ভাবনার আশার সঞ্চার করেছে। এতে করে ব্যাপক কর্মসংস্থান বাড়বে এবং দারিদ্র্যবিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নে গৃহীত পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক ভিত্তি, অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্যবিমোচনে ভূমিকা রাখবে এবং 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' এগিয়ে যাবে-আরও বহুদূরে।

## জেডিপিসি এবং বহুমুখী পাটপণ্যের সমস্যা ও সম্ভাবনা

মোঃ মাহমুদ হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার

আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও আবেগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে পাটের সমৃদ্ধ ইতিহাস। স্বাধীনতার পরও সেকালুমে ধরে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পাটের অবদানই ছিল মুখ্য। সরকার সকলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সৃষ্টি প্রতিকূলতা বাংলাদেশের পাটখাতের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে ম্লান ও অস্তিত্ব করে নিলেও, আজ আবার সোনালি আঁশের পাট নতুন আঙ্গিকে নতুন প্রত্যয় নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ০১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাট ও পাটজাত পণ্যকে বর্ষপণ্য ২০২৩ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে বহুমুখী পাটপণ্যের প্রসার ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন গতির সঞ্চার করেছে।

পাটের প্রচলিত ব্যবহারের পাশাপাশি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বিশ্বে এ দেশের সোনালি আঁশ পাটকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার' (জেডিপিসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্বিধিত বেসরকারি উদ্যোক্তাগণের নিরলস পরিশ্রম, দক্ষতা, মেধা, উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারাই উচ্চমূল্য সংযোজিত, উন্নত, নান্দনিক, বৈশ্বিক, নিত্যব্যবহার্য বহুমুখী পাটজাত সামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে। পাটের ব্যবহার বহুমুখীকরণে জেডিপিসি'র এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে পাট হারানো গৌরব ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে সারাবিশ্বে পাট ও পাটপণ্যের চাহিদা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাট উৎপাদনকারী পৃথিবীর অন্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের পাটের মান সবচেয়ে ভালো। একনিকে সোনালি আঁশ, অন্যদিকে রপালি কাঠি - দুয়ে মিলে বদলে দিতে পারে বাংলাদেশের ভাগ্য। পাটকাঠি থেকে উচ্চমূল্যের অ্যাক্টিভেটেড চারকোল উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে, যা থেকে তৈরি হচ্ছে কর্তন পেপার, কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ারের কালি, ফেসওয়াশের উপকরণ ও বিভিন্ন ধরনের প্রসাধনী পণ্য।

বর্তমানে উৎপাদনকাল উচ্চমূল্য সংযোজিত বিভিন্ন প্রকারের বহুমুখী পাটপণ্য- ব্যাগ, হোম টেক্সটাইলস, অফিস স্টেশনারি, প্রমোশনাল আইটেম, হাউজহোল্ড প্রোডাক্ট, জুট পেপার, শিল্পট আইটেম, খেলনা, পেট-পিপ, জুতা, পরিধেয় বস্ত্র, বিভিন্ন প্রকারের ইয়ার্ন, ফেব্রিক্স, রঙ্গিন সুতাসহ সর্বমোট ২৮২ ধরনের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করছেন। জেডিপিসি'র সার্বিক সহযোগিতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা, পছন্দ ও রুচিবাচিক আরও নতুন নতুন পাটপণ্য তৈরিতে উদ্যোক্তাগণ সম্বিধত ও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

## বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেশবাসী ৬ মার্চ 'জাতীয় পাট দিবস' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ আয়োজন উপলক্ষে আমি পাটচাষী, পাটশিল্পের শ্রমিক-কর্মকর্তা, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীসহ উদ্যাপন এবং বিপণনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই বছরের পাট দিবসের প্রতিপাদ্য 'পাট শিল্পের অবদান - স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ'- প্রসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সোনালি আঁশ পাট বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পাটখাত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অন্যতম খেত। বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃত প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথমে সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাটশিল্পের উন্নয়নে নানামুখী কর্মকল্প পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম পূর্ণমেয়াদে পাটখাতের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে এখাতকে অধিক সমৃদ্ধশালী করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ববাসী পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক ও পলিথিনের অতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় বিকল্প প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট-পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিশ্ববাসী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে পাটশিল্পকে 'বর্ষপণ্য ২০২৩' এবং পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০', 'পাট আইন, ২০১৭', 'জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮' এবং 'চারকোল নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন পাটখাতের সার্বিক